[redacted]

[redacted]

প্রভাব পড়েনি। পাইকারী বাজার থেকে খুচরা বাজারে প্রতি কেজি মাছ ১০ থেকে ৫০ টাকা বেশি দামে বিক্রি হতে দেখা গেছে। তবে রমজান উপলক্ষে কোন ধরণের মাংসের দাম বাড়েনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসূমী খানম জানান, রমাজনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ রাখতে একাধিক বার মিটিং করে ব্যবসায়ীদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বাজারও মনিটরিং করা হচ্ছে। সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বাজার অস্থিতিশীল করার কেউ চেষ্টা করলে আইনানুগ ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরের ঐতিহাসিক নিদর্শন করমদির গোসাইডুবি মসজিদ! সংস্কার প্রয়োজন

দেয়ালে গজিয়ে ওঠা বটগাছের শেকড় বাকড়ে গ্রাস করেছে গোটা মসজিদ। দেয়ালের আস্তরণ আর ইট খসে পড়েছে। কিন্তু পরিত্যক্ত দেয়ালে তৎকালীণ কারুকার্য খচিত নকশাঁ তৈলহীন মাটির প্রদ্বীপের মতো জলছে। মসজিদটির চিহ্ন বিলুপ্ত প্রায়।

এখন আর কেউ উপাসনার জন্য সেখানে যায় না। জ্বীন ভূতের বসবাস ভেবে একা সাহস করে কেউ সেখানে যেতে না পারায় সেটির সংস্কার কাজও হয়নি। ফলে মসজিদটি এখন ধ্বংসের পথে।

এতক্ষণ যে মসজিদটির কথা বলছিলাম সেটি মেহেরপুরের গাংনীর করমদি গ্রামের গোসাইডুবি মসজিদ। মসজিদের অবশিষ্টাংশ বুকে আগলে রেখেছে বিশাল আকৃতির এক বটবৃক্ষ। মসজিদটির পুরতন অবয়ব ধরে সংস্কারেরর দাবী স্থানীয়দের।

যতদূর জানা যায়, ১৮৬৪ সালে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের হাজি দশরাত বিশ্বাস মসজিদটি নির্মাণ করেন। পায়ে হেঁটে হজ্ব করার পর ধর্মীয় উপাসনার জন্য মসজিদটি নির্মানের পর মসজিদটির আশে পাশে গড়ে ওঠে বসতি। তার মৃত্যুর পর মসজিদটি দেখভাল করার কেউ

ছিল না।

অন্যদিকে জ্বীন পরীর আছর হতে পারে এমন গুজবে এবং হনুমানের অত্যাচারে ওখানকার বসতিরা অন্যস্থানে চলে যান। এতদসংলগ্ন এলাকায় জনবসতি না থাকায় নির্মাণের পর থেকেই মসজিদটি সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ ও ভগ্ন অবস্থা বিরাজ করে। মসজিদটির দেয়ালে গজিয়ে উঠে একটি বটগাছ। গাছটি বিশাল আকৃতি ধারণ করে।

বটের শেকড় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে মসজিদটি অস্তিত্ব বিলীন করে ফেলে। বিশাল আকৃতির বটবৃক্ষের নেমে যাওয়া বওয়ার ফাক দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে মসজিদের কিছু অংশ। তার আশপাশে পড়ে আছে পাহাড়ি দৃশ্যের মাটির ভিটা।

বংশ পরম্পরায় হাজি দশারতের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে কফিল উদ্দীন বিশ্বাস ওই এলাকা দেখাশোনা করতেন। কফিল উদ্দীন বিশ্বাসের মৃত্যুর পর ছেলে আব্দুৃল জলিলের নামেই মসজিদ এলাকা স্থানটি এখন স্থাপনার নায়ক মৃত দশারত এঁর নাতি ছেলে আব্দুল জলিলের বটতলা নামে পরিচিত।

এলাকাবাসিরা জানান, গোসাইডুবি মাঠের ভিতরে মসজিদটি তৈরী করায় তার নাম দেয়া হয় গোসাইডুবি মসজিদ। সন্ধ্যার পর আর ওই গাছের নিকট দিয়ে কেউ মাঠে যায় না। মসজিদটির কাছে গিয়ে দেখা গেছে, চুন সুরকীর গাথুনী ও আস্তরন খসে পড়লেও এর গায়ে যে কারুকার্য খচিত নকশাঁ ছিল তা বিলীন হয়ে যায় নি। মসজিদটি এখন আর সংস্কার করাও পথ নেই।

কয়েক বছর পর কাগজ কলমে গোসাইডুবি মসজিদ থাকলেও এর অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। তবে ভূত প্রেতের ভয়ে এলাকায় মানুষ যেতে এখনো ভয় পান। স্থানীয় প্রবীণদের মুখ থেকে শোনা যায়, মেহেরপুর জেলার এটিই প্রথম মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদটি সংস্কার করে এর অস্তিত্ব ধরে রাখার দাবী করেন স্থানীয়রা।

করমদি গ্রামের আবু জাফর জানান, আমরা গল্পে শূনেছি,জেলার এটি প্রথম মসজিদ নামে খ্যাত। যেহেতু এর অস্তিত্ব এখনো বিলীন হয়ে যায়নি,তাই সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া উচিৎ।

করমদি জামে মসজিদের ঈমাম মোঃ খাদিমুল ইসলাম বলেন, কয়েকশ বছরের পুরাতন জরাজীর্ণ এই মসজিদটি সংস্কারের জন্য স্থানীয়দের উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন। মসজিদটি পুণঃসংস্কার করা হলে প্রচলিত ভূত প্রেতের যে কুসংস্কার আছে দির্ঘদিন যাবত তাও দুর

হবে। মানুষ শুন্য এলাকায় আবারও মানুষ চলাচলে সাহস যোগাবে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য তোহিদুল ইসলাম জানান,ভিন্ন জেলার মানুষ গোসাইডুবির মসজিদ দেখতে আসেন। কিন্তু স্থানীয়দের মধ্যে অনেক ভয় রয়েছে। ওই এলাকায় একা কেউ যেতে পারেনা।

মসজিদটি জেলার ঐতিহাসিক মসজিদ হিসেবে সরকারি উদ্যোগে সংস্কার করা হলে পুরাতন মসজিদটি যেমন সৌন্দর্য ফিরে পাবে,তেমনী এলাকার মানুষের মধ্যেকার আতংক আর ভয়ের অবসান হবে।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস জানান, মসজিদটি সংস্কারের জন্য এলকাবাসী উদ্যোগ নিলে আমি আমার ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগীতা করব।

তবে চেষ্টা বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচার করা হলে বিভিন্ন দপ্তরের নজরে আসবে । তাহলে সরকারি ভাবেও এটি হয়তো সংস্কার কিংবা সংরক্ষণের ব্যবস্থা হতে পারে। তাছাড়া জ্বীন ভুতের ভয়ে এলাকার মানুষ ওই দিকে আর যায় না তাই সংস্কারের উদ্যোগ নেইনি।

গাংনী উপজেলা ইসালামীক ফাউন্ডেশনের তদারক কর্মকর্তা (সুপারভাইজার) মনিরুর ইসলাম জানান, ২০০৫ সালের দিকে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নির্দেশনায় জেলার ঐতিহাসিক মসজিদ হিসেবে প্রস্তবনা চেয়েছিল।

মেহেরপুর জেলার একমাত্র ঐতিহাসিক মসজিদ হিসেবে সংস্কারের জন্য গোসাইডুবি মসজিদটি সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছিলাম, এপর্যন্ত তা আলোর মুখ দেখেনি। আস্তে আস্তে হয়তো এক সময়কার এই মসজিদ খাতা কলম, ও মেহেরপুরের ইতিহাসে থাকবে বাস্তবে তার অস্তিত্বের দেখা মিলবেনা।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, মেহেরপুর জেলার ইতিহাসে গোসাইডুবি মসজিদের নাম উল্লেখ রয়েছে। মসজিদের অনেক কাঠামো এখনও টিকে রয়েছে আমি স্থানীয়দের মুখে শুনেছি। তবে মসজিদটি আমার উপজেলার মধ্যে অবস্থিত। সংস্কারের জন্য আমি চেষ্টা করব।

মেহেরপুরে কর্মকর্তা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক একেএম শাহিন কবীর জানান, মেহেরপুর জেলার একটি ঐতিহাসকি মসজিদ হিসেবে অনেক পরিচিত করমদি গ্রামের গোসাইডুবি মসজিদ। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের

পক্ষ থেকে আমার আগের অফিসারগণ সুপারিশ করে গেছেন। আমিও আমার দপ্তরকে বিষয়টি জানাব।

১৫০ পিচ ইয়াবাসহ রফিকুল ইসলাম নামের এক মাদক ব্যবসায়ী আটক

১৫০ পিচ ইয়াবা বড়ি সহ রফিকুল ইসলাম (৩২) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) একটি দল।

আটক রফিকুল ইসলাম কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার মহিষকুন্ডি গ্রামের মইন উদ্দীনের ছেলে।

শুক্রবার দিবাগত রাত ৯ টার দিকে গাংনী উপজেলার পিরতলা গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে ইয়াবাসহ আটক করা হয়।
মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) উপপরিদর্শক (এসআই) অজয় কুমার কুন্ডু, উপপরিদর্শক (এসআই) বিশ্বজিৎ সরকার, সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আহসান হাবিব সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) উপপরিদর্শক (এসআই) অজয় কুমার কুন্ডু জানান গোপন সংবাদে খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে রফিকুল ইসলামকে আটক করা হয়েছে। এসময় তার কাছ থেকে ১৫০ পিচ ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়েছে।

ইয়াবা উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দিয়ে আসামীকে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বেলা ১১ টায় আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ হলরুমে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার মিঠুকে সভাপতি এবং কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যক্ষ শিক্ষক সামিম রেজাকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ সম্মেলনে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার মিঠুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের আহবায়ক শাহজাহান আলী।

এছাড়াও সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাহবুবুল ইসলাম সেলিম, এ্যাডভোকেট তসলিম উদ্দিন ফিরোজ, ফয়েজ বিন মসলেম, সাদিকুল ইসলাম, সমকালের জেলা প্রতিনিধি খাইরুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, পৌরসভার প্যানেল মেয়র মজিবুল হক, কমিশনার জহুরুল ইসলাম স্বপন।

সম্মেলনে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ কৃষিবিদ গোলাম সরোয়ার মিঠুকে সভাপতি ও শিক্ষক সামিম রেজাকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত করা হয়।

গাংনীতে পাষন্ড স্বামী, শাশুড়ি

ও ননদের চরম অত্যাচার ও নির্যাতনে মানুষিক রোগী হয়ে পড়ছেন চম্পা খাতুন

পাষন্ড স্বামী, শাশুড়ি ও ননদের চরম অত্যচার ও নির্যাতনে মানুষিক রোগী হয়ে পড়ছেন চম্পা খাতুন (২৮) নামের দুই সন্তানের জননী।

চম্পা খাতুন গাংনী উপজেলার দেবীপুর গ্রামের বিল্লাল হোসেনের স্ত্রী। চম্পা খাতুন বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার এমকে রেজা জানিয়েছেন, চম্পা খাতুনের শরীরের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতনের চিহৃ রয়েছে। নির্যাতনে চম্পা খাতুন দিন দিন মানুষিক রোগী হড়ে পড়েছে। তাকে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিৎ।

চম্পা খাতুন জানান, প্রায় ১২ বছর আগে বিল্লাল হোসেনের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর একটি মেয়ে আছিয়া খাতুন (৯) ও একটি ছেলে নাইম হোসেন (৪) হয়েছে আমার।

বিয়ের পর থেকেই আমার শাশুড়ি জাইমা খাতুন, ননদ রোকেয়া খাতুন ও মরিয়ম খাতুন বিভিন্ন কারনে অকারনে আমার উপর চরম নির্যাতন চালিয়ে আসছে। আমাকে তালাক দেওয়ার জন্য সব সময় তারা আমার স্বামীকে চাপ দিয়ে আসছেন।

তারা বিভিন্ন সময়ে আমার উপরে চরম নির্যাতন চালিয়ে আসছেন। আমি প্রতিবাদ করলে তারা আরো নির্যাতন করে। শুধু নির্যাতন নয়, আমার শাশুড়ি আমাকে নেশা জাতিয় ওষধ খাইয়ে দেন। না খেতে চাইলেও নির্যাতন করে থাকে।

চম্পার মেয়ে আছিয়া খাতুন জানায়, আমার মাকে আমার আব্বু, দাদী ও ফুঁফুরা সবাই মিলে নির্যাতন করে। তারা নির্যাতন করে বাড়ি থেকে বের করে দেই।

চম্পা খাতুনের চোখের কোনায় ফোলা জখমসহ সারা শরীরে আঘাঁতের ক্ষত রয়েছে।

এব্যাপারে চম্পা খাতুনের স্বামী বিল্লাল হোসেনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আমার স্ত্রী বেশ কয়েকদিন আগে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা।

আমার আত্মীয় স্বজনসহ বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুজি করেছি। সে এখন গাংনী হাসপাতালে আছে এমন কথা জানালে তিনি আসছেন বলে জানালেও বিকাল পর্যন্ত আসেননি। বিকালের দিকে একাধিকবার তার মোবাইল ফোনে কল দিলেও আর কল রিসিভ করেননি।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীর সহড়াবাড়িয়া গ্রামে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহড়াবাড়িয়া গ্রামে সেলিনা খাতুন (৩৫) নামের এক গৃহবধুকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে।

সেলিনা খাতুন গাংনী উপজেলার সহড়াবাড়িয়া গ্রামের রাইমনতলা পাড়া এলাকার আব্দুল ওয়াহেদের স্ত্রী।

তবে, অভিযুক্ত আব্দুল ওয়াহেদ তার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন আমার স্ত্রী সেলিনা খাতুন আমার প্রতিবন্ধী শিশু ছেলে নাহিদ হোসেন (৯) এর হাতে নিহত হয়েছেন।
শুক্রবার বেলা সাড়ে ১০ টার দিকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেলিনা খাতুন মারা যায়।

এর আগে গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১২ টার দিকে অজ্ঞান অবস্থায় প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন।

নিহত সেলিনা খাতুনের ভাই মহিবুল ইসলাম অভিযোগ করেন আমার বোনকে

তার স্বামী গলাটিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে তার প্রতিবন্ধী ছেলের দোষ দিচ্ছে। ৮ বছর বয়সী প্রতিবন্ধী ছেলে নাহিদ নিজেও নড়াচড়া করতে পারেনা বলেও জানান তিনি।

জানা গেছে, ধর্মচাকি গ্রামের চেংগাড়া পাড়া এলাকার আজিজুল হকের মেয়ে সেলিনা খাতুনের সাথে ১৩ বছর আগে সহড়াবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল ওয়াহেদের সাথে বিয়ে হয়।

১৩ বছরে তার দুটি সন্তান রয়েছে। বড় মেয়ে অনামিকা বর্তমানে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্রী। ছেলেটি প্রতিবন্ধী।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রতিবেশীরা জানান, নিহত সেলিনা খাতুন পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করতো। সে নামাজ রোজা করতো। তবে স্বামী তার উপর প্রায়ই শারীরিক নির্যাতন করতো।

সেলিনা খাতুনের বড় ভাই আরো জানান, গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১২ টার দিকে আমাকে খবর দেন আপনার বোন অসুস্থ। আমি গাংনী হাসপাতালে গিয়ে দেখি বোনোর গলায় ফাঁস লাগানোর চিহৃ রয়েছে।

হাসপাতালে তাকে ভর্তি না নিলে সাথে সাথে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। এই কয়দিন সেখানেই আইসিউউতে রেখে সঙ্গাহীন অবস্থায় চিকিৎসা সেবা চলছিল। আজকে মারা যায় সেলিনা।

তিনি আরো বলেন, প্রথম দিন থেকেই আমার বোন জামায় আব্দুল ওয়াহেদ অসংলগ্ন কথা বার্তা বলে আসছেন। আমাদের ধারণা তাকে হত্যা করেছে তার স্বামী। এ বিষয়ে গাংনী থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

এদিকে নিহত সেলিনার স্বামী আব্দুল ওয়াহেদ জানান, আমি ও আমার স্ত্রী সেলিনা খাতুন এক সাথে রাতের খাবার খেয়ে আমি তামাক ঘর জালাতে যায়।

পরে রাতে ১২ টার দিকে এসে দেখি আমার স্ত্রী সেলিনা খাতুন অজ্ঞান অবস্থায় খাটের উপর পড়ে আছে। আমি ও আমার পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, এখন পর্যন্ত আমার কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি। তারপরেও আমি অফিসার পাঠিয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছি। আর পরিবারের পক্ষ

থেকে লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত সাপেক্ষ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে পাওনা টাকা আদায়ে থানায় অভিযোগ দেওয়ায় বাদীকে মারধর

পাওনা টাকা চাওয়ায় আদায় করতে পুলিশের কাছে লিখিত বিচার দিয়ে প্রতিপক্ষের হামলায় মারাত্বক আহত হয়েছে জয়নাল আবেদীন নামের এক ব্যাক্তি।

জয়নাল আবেদীন গাংনী পৌর সভার পশ্চিম মালশাদহ গ্রামের মৃত আব্দুস সাত্তার সেখের ছেলে।

হামলা করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা এখন মামলা তুলে না নিলে প্রাণনাশের হুমকিও দিচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন জয়নাল আবেদীন।

আহতাবস্থায় জয়নাল আবেদীন বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শুক্রবার সকাল ৯ টার সময় প্রতিপক্ষ মিনারুল ইসলাম ও রবিউল ইসলাম নামের দুজন তাকে এ মারপিট করেন।

জয়নাল আবেদীন জানান, পৌরসভার পশ্চিম মালসাদহ গ্রামের মৃত আব্দুস সাত্তার সেখের সম্পত্তি ওয়ারিশ সূত্রে তার ছেলে মেয়েরা মালিক।

বাবার ২৭ শতক জমি ভূলক্রমে জয়নাল আবেদীনের বোনের নামে রেকর্ড হয়ে যায়। উক্ত জমি জয়নাল আবেদীন তার বোনের কাছে ফেরত চাইলে বোন ফেরত দিতে রাজী হয়।

কিন্তু গ্রামের মসলেম আলীর ছেলে মিনারুল ইসলাম ও মজির উদ্দীনের ছেলে রবিউল ইসলাম ষড়যন্ত্র করে বোনকে ম্যানেজ করার কথা বলে গত ১৬ ফেব্রুয়ারী জয়নাল আবেদীনের নিকট থেকে ১ লাখ টাকা নিয়ে জমি ফেরত দেয়ার কথা।

কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও সেই টাকা ফেরত দিতে গড়িমসি করছে। টাকা না পেয়ে গাংনী থানায় অভিযোগ করে জয়নাল আবেদীন।

শুক্রবার থানায় সালিশ মিমাংসার মাধ্যমে টাকা ফেরত দেয়ার কথা ছিল। এদিকে মিনারুল ইসলাম ও রবিউল ইসলাম থানায় যাওয়ার আগেই জয়নাল আবেদীনের বাড়ী থেকে টেনে বের করে বেধড়ক মারপিট করে এবং মামলা তুলে নিতে হুমকি দেয়।

এব্যাপারে মিনারুল ইসলাম ও রবিউল ইসলাম জানান আমাদের বিরুদ্ধে যে কয়টা মামলা করতে চাই করুক । দরকার হলে জেল খাটবো। তারা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে আরও জানান, আমরা টাকা নিইনি। টাকা লেন দেনের কোন স্বাক্ষী নেই।

কোটচাঁদপুরে ইউপি চেয়ারম্যানের অনিয়ম-দূর্ণীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার বলুহর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম নজুর বিরুদ্ধে অনিয়ম, দূর্ণীতি, অর্থ আত্মসাৎ ও সেচ্ছাচারিতার অভিযোগ উঠেছে।

এ নিয়ে ইউনিয়নের ৯ জন সদস্য (মেম্বার) চেয়ারম্যানের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

ফলে বলুহর ইউনিয়ন পরিষদের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেন জানান, চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েছি। প্রশাসনিক ভাবে বিষয়টি তদন্ত হবে।

অভিযোগে উল্লেুখ করা হয় হয়েছে, ইউপি চেয়ারম্য্যান নজরুল ইসলাম নজু সরকারের দেয়া বিভিন্ন প্রকল্পের প্রায় ১৫ লাখ টাকার ভুয়া ও মিথ্যা ভাউচার রেজ্যুলেশনের মাধ্যমে আত্মসাৎ করেছেন। তিনি

দীর্ঘদিন ধরে কোন মাসিক সভা করেননি। পরিষদ সদস্যরা বারবার অনুরোধ করলেও তিনি নানা কৌশলে এড়িয়ে যান।

এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করলেও কোন সুরাহা হয়নি। অভিযোগকারী সদস্যরা হলেন, সংরক্ষিত নারী সদস্য জামেনা খাতুন, শাহানারা খাতুন, কুলসুম বেগম, সাধারণ সদস্য ফারুক হোসেন, রবিউল ইসলাম, বিপ্লব হোসেন, শরিফুল ইসলাম, মইদুল ইসলাম ও রফিকুল ইসলাম সহ ৯ জন সদস্য।

এ বিষয়ে চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম নজু জানান, মাত্র দু’মাস হয়েছে দায়িত্ব গ্রহন করেছি। এর মধ্যে নিয়ম মেনেই প্রকল্পের কাজ করা হচ্ছে। যা কিছু করা হয়েছে রেজ্যুলেশন করেই।

তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, কিছু মেম্বার বিভিন্ন প্রকার কার্ড করে দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের নিকট থেকে টাকা নেয়। ফলে আমি তাদেরকে বকাবকি করি। তারাই ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমার বিরুদ্ধে এ সকল মিথ্যা অভিযোগ করেছে। যা সম্পন্ন মিথ্যা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

আগামীকাল মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন

৮ বছর পর আগামীকাল ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন। প্রথম পর্বে সম্মেলন এবং ২য় পর্বে অনুষ্ঠিত হবে কমিটি গঠন। সম্মেলনের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক ও নির্বাহী সদস্য পারভিন আক্তার কল্পনা অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে।

বর্তমান সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপদি ও জেলা পরিষদেও চেয়ারম্যান গোলাম রসুল আবার সভাপতি পদে প্রার্থীতা ঘোষনা করেছেন। অপরদিকে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন চুন্নুও সভাপতি প্রার্থী হচ্ছেন বলে

শোনা যাচ্ছে। সভাপতি পদে এই দুজননের নামই শোনা যাচ্ছে। সাধারণ সম্পাদক পদে শোনা যাচ্ছে চারজনের নাম। এর মধ্যে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, বামন্দী ইউনিয়নের সাংগঠনিক সভাপতি মোমিন উদ্দিন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বুড়িপোতা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহজামান, বুড়িপোতা ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ দুটি গ্রুপে বিভক্ত হওয়ায় দুটি গ্রপই আলাদা আলাদা প্রার্থী নিয়ে দলীয় লবিং চালিয়ে যাচ্ছেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাড. মিয়াজান আলী, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, সদও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান রয়েছেন একটি গ্রুপে।

অপর গ্রুপে রয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি, সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহিন, সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দিন চুন্নু, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী রয়েছেন অপর গ্রুপে।

প্রথম গ্রুপ ইতোমধ্যে সভাপতি পদে সদর উপজেলার বর্তমান সভাপতি গোলাম রসুল ও সাধারণ সম্পাদক পদে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের নাম ঘোষনা করে তাদের নেতৃত্বে সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের কমিটি গঠনের লক্ষে দলীয় নেতাকর্মীদেও সাথে লবিং করে চলেছেন।

অপরদিকে, প্রতিমন্ত্রী সমর্থিত গ্রুপের কারো নাম সেভাবে শোনা না গেলেও সভাপতি হিসেবে বোরহান উদ্দিন চুন্নুর নাম অনেকটাই পরিস্কার হয়েছে বিভিন্ন সূত্র থেকে।

মেহেরপুর জেলা যুব লীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, আমাদের মধ্যে থেকে সভাপতি পদে গোলাম রসুল এবং সাধারণ সম্পাদক পদে শহিদুল ইসলাম পেরেশানের জন্য কাজ করছি।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলী বলেন,

কমিটি গঠণের ক্ষেত্রে ধারণা করা যাচ্ছে সিলেকশনের মাধ্যমেই কমিটি গঠন হবে। তবে কারা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হচ্ছে সবগুলোর কথা না জানতে পারলেও আমরা সভাপতি পদে গোলাম রসুল ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে শহিদুল ইসলাম পেরেশানকে ঘোষনা দিয়ে কাজ করছি। এখন কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কারা নেতৃত্বে আসবেন তা সম্মেলনের পরেই পরিস্কার হবে।

তবে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ না করায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।

কথা হয় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা ও সাবেক ছাত্র নেতা আমিনুল ইসলাম খোকনের সাথে, তিনি বলেন, সভাপতি পতে বোরহান উদ্দিন চুন্নু ইচ্ছা পোষণ করেছেন। তবে আমাদেও সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি। আজ রাতে (গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে) সিদ্ধান্ত হবে কে কে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হচ্ছে।

গভীর নলকূপের পানি পান করে পৌরবাসী সুফল পাচ্ছেন- পৌর মেয়র রিটন

সুপেয় পানির সংকট মেটাতে মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে শহরের ১নং ওয়ার্ডের ভৈরব নদের এলাকায় পানির পাইপ বসানোর উদ্বোধন করলেন পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে পানযোগ্য পানি দীর্ঘ দিনের সংকট নিরসনে জন্য এলাকায় পানি সরবরাহের জন্য পাইপ লাইন বসানোর উদ্বোধন করেন।

এসময় পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, মেহেরপুর পরবাসীর জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা সর্বদা মেহেরপুর পৌরসভা কাজ করে চলেছে।

তারই আলোকে এই এলাকায় দীর্ঘ দিনের পানির লাইন ছিল না। আজকে সেই সংকট নিরসনে পাইপ বসানো হচ্ছে। মেহেরপুর পৌর বাসীর জন্য এর আগে

শহরের পন্ডের ঘাটে ১২শ ফিট গভীর থেকে জীবাণুমুক্ত পরিচ্ছন্ন পানযোগ্য পানির তোলা হয়েছে। যেখানে পৌরবাসী ভালো পানি পান করতে পারে। সেই গভীর নলকূপের পানি পান করে পৌরবাসী সুফল পাচ্ছেন।

এসময় পৌরবাসীদেরকে পানির অপচয় থেকে বিরত থাকতে আহবান জানান মেয়র। এসময় পৌর প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, কাউন্সিলর আল মামুন, শাকিল রাব্বি ইভান, সৈয়দ আব্দুল্লাহ হেল বাপ্পি, ওয়াটার সুপার মাসুদ রানা, পৌর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় সেখানে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।